কয়েকটু করো।

১.
বাইশে শ্রাবণ ঝুঁকে জানতে চাইল পঁচিশে বৈশাখের কাছে, কোন্ রাস্তায় যাবে? —গীতাঞ্জলি ছুঁয়ে গীতবিতান।
২.
আজও এই দেশ বিভেদেই মশগুল; ভালবেসে-বেসে বিদ্রোহী নজল।
৩.
সম্পর্ক বেঁকে গেলে দু'জন মানুষ পাশাপাশি অনেকক্ষণ যতক্ষণ ব'সে থাকুক, কোনও কথাবার্তাই হয় না।
৪.
সব সম্পর্কের ভেতর অল্প অল্প মৃত্যু অছে।
৫. আলো জ্বাললেই মনে হয় কিছুটা অন্ধকার নিভিয়েছি।
৬.
তোমার মুখের দিকে ভাল ক'রে চাইনি বলেই. আমার নিজের মুখ হারিয়ে ফেলেছি।
৭.
হাওয়া, ঈশ্বরের সিলমোহর, সবকিছুর ওপর ব'সে যায়।
৮.
আঙটি খোলার সময় ভয়ে বুক কাঁপে। যে দিয়েছিল তার কথা ভেবে।
৯.
একটি উঁকিঝুঁকি মুখ, মৃত্যু, স্পষ্ট হবার আগেই হাতের কাজগুলো সেরে নিতে চাই।
১০.
যুদ্ধ শেষ হবার পর সাদা পায়রারা যখন আকাশে উড়ল, দেখি প্রত্যেকের ডানায় রক্তের লাল ছিটে।
১১.
শান্তির নিচু মুখ, মুখ লুকিয়ে বেড়ায় ইদানিং।
১২.
বন্ধু হাত আলগা করে দেওয়া মানেই রাস্তা ফুরিয়ে গেল।
১৩.
এখন কেউ আঘাত করলে প্রত্যাঘাত ভাবি না। বরং ঘাড় ঘুরিয়ে, তার দিকে অল্প মুখ তুলে বলি, ব্রুটাস, য়্যু টু?
১৪.
টু বি আর নট টু বি। এদের দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে দেওয়া মানেই, এই জীবন। একজীবন।
১৫.
পাথর ছোঁড়া হাত নিয়ে তুমি ফুলের কাছে যেও না। প্রজাপতিদের যেতে দাও।

১৬.
তুমি যাওয়ার পর সুন্দরের সঙ্গে দেখা হল।
১৭.
সাদা কাগজের ধু ধু মনখারাপ আমি সইতে পারি না। তাই লিখি। না লিখে পা রি না।
১৮.
একটি নোনা মেয়ে শৃঙ্গার শেখাবে বলেছে। ৩৩দিন একা একা পেশেন্স খেলা এই শরীর। আসবে তো, নোনা?
১৯.
ঢাক পেটানো এই সমাজ। হুজুগ খুঁজে বেড়ায় সকাল থেকে রাত। বাজুক, ঢ াক। কাঁসর বাজানোর দলে তুমি যেন কক্খনো যেও না।
২০.
তীর একবার নিক্ষিপ্ত হলে তাকে আর ফেরৎ নেওয়া যায় না। ফুলের মালাও তাই।
২১.
রোদ্দুর চলে যেতেই একটি দোপাটির ঝি মুছে গেল।
২২.
প্রথম ভয় পাওয়ার দিন সেদিন, যেদিন ভালবাসাও মুখোশ পরতে চাইল।
২৩.
যারা তোমাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছিল, তাদের জন্যই তোমার বাঁশির অর্ধেক
ভল্ল হয়ে গেছে।
২৪.
তিনি বললেন যা যা দেখছো দেখে দেখে বলো। সেই দেখা শু।
২৫.
ট্যুরিস্ট লজের মতো একটি জীবন। এই যে জীবন। সামনে সমুদ্র। সুখ দুঃখ পর াজয় জয় সম্মান না অপমান বিরহ মিলন ঢেউ গুনে যাই।
২৬.
ঘুরেফিরে একটি পিঁপড়ে যতদূর যায়, তার ঝি ততদূর।
২৭.
রোদ্দুরের আহত মুখ মেঘলা সকাল।
২৮.
ভল্লগুলি বাঁশি দেখে চমকায়। বাঁশিগুলি ভাবে ভল্লগুলি কবে বাঁশি হবে।
২৯.
বানান করতে গেলেই সম্পর্ক ভেঙে যায়।
৩০.
আপনার কোন, ধর্ম? সূর্যকে জিজ্ঞেস করা হল। হাওয়াকে, নদীকে, সমুদ্রকে, প াহাড়কে। তারা প্রত্যেকেই বলল পাশে মুখোমুখি যে এসে যখন দাঁড়ায়, তার ধর্ম।

৩১.

দিয়া জ্বালাবার সময় হাত কেঁপেছিল কেন আজ বলি। দিয়া ফুঁ দিয়ে নেভাবার কেউ ধারে কাছে ছিল কিনা ভেবে ভয় হয়েছিল।

৩২.

আঙুল তোলবার লোকটি যেই চলে গেল, তারপর সহমত হল। সবকিছু সহমত। কারও কোনও মতামত নেই। নেই?

৩৩.

শুকনো মুখ করে ঘুরে বেড়ায় মৃত্যুর ময়ূর। তাকে ডেকে বলি, আগে সবকটা পেখম দেখাও, কথাবার্তা তারপর।

৩৪.

যারা ভালবাসতে গিয়েছিল, এখনও ফেরেনি। আমি আরেকটু অপেক্ষা করবো, ফিরে এসে তারা কী বলে শোনার জন্য।

৩৫.

আন্তর্জাতিকতা লোকায়ত হল যখন পৃথিবী আলো ক'রে রোদ্দুর আমার লেখার টেবিলে এল।

৩৬.

তুমি ঢেউ, আমি ঢেউ। একটি সমুদ্র, এই জীবন।

৩৭.

একজন কবির মৃত্যু হলে একটি খিলান ভেঙে পড়ে সময়ের।

৩৮.

যারা ঝুঁকে আসে তাদের মুখে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের মুখগুলো খুঁজি।

৩৯.

তুষার ঝড় শেষ। আমি তাকে ফুলের রাস্তায় নিয়ে যাব। সে ততক্ষণ যেন আমার সঙ্গে থাকে। থাকবে তো?

ব্রত চক্রবর্তী

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com